দায়ভাগোপক্রমণিকা।

শ্রীপীতাম্বর বিদ্যালঙ্কার

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে
ষ্টান্হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

১২৭১ শাল।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় উকিল, মোক্তার, আইন পরীক্ষার্থী ও অপরসাধারণ সকলেই হিন্দুশাস্ত্রসম্মত দায়ভাগের আইন জিজ্ঞাসু। সেই আইন জীমূতবাহনাদিগ্রন্থ অথবা কোলব্রুক সাহেব প্রভৃতি দ্বারা সংকলিত তত্তৎগ্রন্থের অনুবাদ অনুশীলন ব্যতিরেকে গোচর হইবার সম্ভাবনাবিরহ। সুতরাং বঙ্গভাষায় উহা সঙ্কলন করিলে অনেকেরই বিশিষ্ট উপকার সম্ভাবনা। এই বিবেচনায় ও অনেকানেক সুবিজ্ঞ ধীরগণের পরামর্শ ক্রমে আমি সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ হইতে অস্মদ্দেশ প্রচলিত দায়সংক্রান্ত আইন ও অধিকারক্রম বঙ্গভাষায় সংকলিত করিয়া দায়ভাগোপক্রমণিকা নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত করিলাম সুধীবর গ্রাহকগণের নিকট আদৃত হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মা।

কলিকাতা,
সন ১২৭১ সাল।
১লা পৌষ।

দায়ভাগোপক্রমণিকা।

দায়।

পূর্ব্বস্বামীর অধিকার শেষ হইলে তাহার পুত্রাদি সম্বন্ধে যে ধনে তাহার পুত্রাদির স্বত্ব হয় তাহাকে দায়

ভাগ।

সমুদায় ধনের এক ২ অংশে উৎপন্ন স্বত্বের স্থিরতা না থাকায় (এই বস্তু অমুকের, ঐ বস্তু অমুকের) এই রূপ ব্যক্তীকরণকে ভাগ কহে।

দায়ভাগ।

উত্তরাধিকারীরা উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বস্বামীর যে ধন বিভাগ করে তাহাকে দায়ভাগ কহে। পণ্ডিতেরা ইহাকে অষ্টাদশ বিবাদপদ মধ্যে গণনা করেন।

স্বত্ব।

যথেষ্ট বিনিয়োগার্হতা অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে ধনের দান বিক্রয়াদি করিবার যোগ্যতাকে স্বত্ব কহে। যদিচ স্বামী প্র[illegible]

ধনে পত্নী প্রভৃতির যথেষ্ট বিনিয়োগার্হতা না থাকাতেও তাহাদের স্বত্ব আছে বলা যায় কিন্তু সে স্বত্ব সোপাধিক অর্থাৎ সঙ্কুচিত, নির্ব্যূঢ়, (সম্পূর্ণ) স্বত্ব নহে। সোপাধিক স্বত্বের ফল কেবল অধিকার ও ভোগ মাত্র। কেহ কেহ স্বত্ব পদার্থ দ্রব্যের উপর থাকে বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তন্মতে ধনের স্বেচ্ছামত ব্যবহার করাই স্বত্ব।

স্বত্ব কারণ।

পূর্ব্বস্বামীর মরণ, পাতিত্য,* আশ্রমান্তর গমন, ও উপরত-স্পৃহা ও ইচ্ছা সমকালীন উত্তরাধিকারীর জীবনই স্বত্বের কারণ। †

বিভাগ কাল।

পূর্ব্বস্বামীর মরণ, পাতিত্য, আশ্রমান্তর গমন, (গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করণ) উপরত স্পৃহত্ব (বিষয় বাসনা পরিত্যাগ ?) ও ইচ্ছা দায়ভাগের কাল।

---

* ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী, গুরুপত্নী-গামী ও ইহাদিগের সংসর্গী, এই পাঁচকে পতিত ও এই পঞ্চ পা[illegible]কে পাতিত্য কহে।

† যদি পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্বনাশ কালে তৎপরবর্ত্তী উ[illegible]ধিকারী গর্ভস্থ থাকে তবে তাহার প্রসব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবেক। ভুমিষ্ঠ সন্তান যদি যথার্থ উত্তরাধিকারী হয় তবে তাহারই পূর্ব্বস্বামীর ধনে অধিকার হয়।

অনধিকারী।

অপপাত্রিত *। ক্লীব। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পতিত। জন্মান্ধ। জন্মবধির। উন্মত্ত। জড়। মূক। পাতিত্যাবস্থায় উৎপন্ন পতিতের পুত্র। পঙ্গু। অচিকিৎস্যরোগী। কুষ্ঠী। লিঙ্গী। ইন্দ্রিয়হীন।

ইহাদিগের মধ্যে সকলেই গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেক কেবল পতিত ও তাহার পুত্র তাহাও পায় না।

বিভাজ্য।

পৈতৃক বা সাধারণ ধনের সাহায্যে উপার্জ্জিত ধন মাত্রই বিভাজ্য। যদি অবিভক্ত বা সংসৃষ্ট অংশীদের মধ্যে কেহ নিজ চেষ্টা দ্বারা সাধারণ ধন বৃদ্ধি করে, তবে সেই বর্দ্ধিত ধন হইতে অর্জক দুই অংশ পায়, অপরে এক২ অংশ। যদি ন্যূনাধিক ভাগ যোগ্য অংশী থাকে, তবে যাহার যে রূপ অংশ, সে তদনুরূপ বর্দ্ধিত ধনের অংশ পায়।

যদি পূর্ব্বনষ্টা ভূমি কোন ভাগী উদ্ধার করে, তবে সে সেই উদ্ধৃত ভূমির চতুর্থ অংশ পায়, অবশিষ্ট সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া উদ্ধারকর্ত্তা ও অপর ভাগীরা সমান রূপে পাইবেক।

অবিভাজ্য।

উক্ত বিভাজ্য ব্যতিরিক্ত সমুদায় ধনই অবিভাজ্য

বিভক্তজ বিভাগ।

যদি বিভাগের পর পুত্র জন্মে, তবে ঐ পুত্র পিতার তৎকালীন যে ধন থাকে, তাহাতেই অধিকারী হইবেক, ভ্রাতাদিগের ধনে নহে। যদি পিতা বিভক্ত হইয়া পুনরায় পুত্রাদির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া মরেন, তবে ঐ বিভক্তজ পুত্র সংসৃষ্টদিগের নিকট হইতে আপন অংশ প্রাপ্ত হইবেক। যদি পৈতামহ ধন ভুমি ও দ্বিপদাদি বিভাগ হইয়া থাকে, তবে ঐ সকলের বিভাগ তৎকালে অসিদ্ধ; কারণ মাতার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্তি না হইলে পৈতামহ ধন বিভাগ হয় না, অতএব বিভক্তজ উক্ত ধনের বিভাগ ভ্রাতাদের নিকট হইতে পাইবেক। যদি বিভাগাবস্থায় অজ্ঞাত-গর্ভা পত্নী থাকে এবং পরে পুত্র জন্মে, তবে সেই পুত্র ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে ভাগ পায়।

বিশেষ মন্তব্য কথা।

১। ধনীর জীবদ্দশায় যদি কোন পুত্র এক পুত্র রাখিয়া, কেহবা দুই পুত্র রাখিয়া কেহবা দুই তিন পৌত্র রাখিয়া লোকান্তর হয়, কেহ বা জীবিত থাকে, এমত স্থলে ধনীর মরণান্তে উক্ত পৌত্রেরা (যাহাদের পিতা মরিয়াছেন) পিতৃব্যের নিকট স্ব স্ব পিতৃযোগ্য অংশ পায় এবং উক্ত প্রপৌত্রেরা (যাহাদের

পিতা ও পিতামহ পরলোকান্তরিত হইয়াছেন, পিতামহ ভ্রাতার নিকট হইতে স্ব পিতামহ-প্রাপ্যাংশ প্রাপ্ত হইবেক। উহা-দিগের সংখ্যানুসারে বিভাগ হয় না।

২। পিতৃধনাধিকারী সহোদর ভ্রাতারা যখন পৈতৃক ধন বিভাগ করে, তখন যদি তাহাদের জননী অংশ প্রার্থনা করেন, তবে তিনি ঐ পুত্রদিগের সমান এক অংশ পাইবেন, বিমাতা অংশ পাইবেন না। বৈমাত্রেয়দিগের বিভাগস্থলেও তাহাদের মাতারা অংশ পাইবেন না।

৩। যদি দত্তক পুত্র গ্রহণানন্তর ঔরসপুত্র জন্মে, তবে ঐ দত্তক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ঔরসপুত্রের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবেক। যদি ঐ দত্তকের ঔরসপুত্র রাখিয়া ধনীর জীবদ্দশায় মৃত্যু হয়, তবে ঐ দত্তকের ঔরসপুত্র ধনীর ঔরস-পুত্রের তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয়। আর যদি ধনীর ঔরসপুত্র ধনীর জীবদ্দশায় দত্তক পুত্র রাখিয়া মরে, তবে ঐ দত্তক ও ধনীর দত্তক উভয়ে তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয়। আর যদি ধনীর দত্তকের দত্তক পুত্র ও ধনীর ঔরসপুত্র থাকে তবে ঐ ঔরস-পুত্র ধনীর দত্তকের দত্তক পুত্রকে তৃতীয়াংশ দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় আত্মসাৎ করিবেক। এইরূপে যদি প্রপৌত্রেরা ধনির ঔরস বা দত্তক পুত্রের ঔরস পৌত্র হয়, তবে তাহারা ঔরসবৎ অংশ পায়, দত্তক হইলে তৃতীয়াংশ পায়।

৪। অপরাপর স্থলেও যদি তুল্য অধিকারীদিগের মধ্যে কেহ দত্তক কেহবা ঔরস থাকে, তবে ঐ দত্তক অন্যাধিকারীর তৃতীয়াংশ পায়, তদভাবে সমস্ত ধন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দত্তকের

ঔরসপুত্রেরা অন্যাধিকারীর সমানাংশ পায় এই ব্যবস্থা কেবল স্বগোত্র বন্ধুধনে খাটে, ভিন্ন গোত্র বন্ধুধনে দত্তকের অধিকার নাই। কিন্তু চন্দ্রিকা-মতে সগোত্র অসগোত্র উভয়বিধ বন্ধু-ধনে দত্তকের অধিকার উক্ত আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুনবান্ দত্তক হইলে সকলের ধন পায় এই যুক্তি কল্পনীয় হয়, সুতরাং তাদৃশ গুণসম্পন্ন দত্তক বর্ত্তমান যুগে অদৃষ্টচর প্রযুক্ত উক্ত সামান্য বিধি প্রচলিত নাই।

৫। যখন পৌত্রেরা পিতামহ-ধন বিভাগ করিবেক তখন তাহাদিগের সংখ্যানুসারে বিভাগ হয় না, কিন্তু তাহাদের পিত্রনুসারে বিভাগ হয়, আর তৎকালে তাহাদের পিতামহী অর্থাৎ পিতৃজননী এক ভাগ পান, কোন কোন মতে পিতা-মহীর সপত্নীরাও অংশ পান।

৬। মাতা এবং পিতামহীরা তাঁহাদের পুত্র বা পৌত্র দ্বারা পিতৃ পিতামহ-ধন বিভাগকালে যে অংশ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের ভোগমাত্র সত্ব, স্ত্রীধনবৎ যথেষ্ট বিনিয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই, এবং তাঁহাদের মরণান্তে পূর্ব্বস্বামীর উত্তরাধি-কারীরাই উহা প্রাপ্ত হয়।

৭। পত্নী পতিধনে, দুহিতা পিতৃধনে, মাতা পুত্রধনে, পিতা-মহী পৌত্রধনে, ও প্রপিতামহী প্রপৌত্রধনে অধিকারিণী হইয়া ঐ ধন যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারিবেন না, অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে তৎপরবর্ত্তী অধিকারীদের অনুমতি ক্রমে বিষয় বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করিতে পারেন এবং উক্ত উত্ত-রাধিকারীদের সম্মতিতে উক্ত বিষয় দান বিক্রয়াদি করিলেও

সিদ্ধ হইবেক। আপনার গ্রাসাচ্ছাদনাদি অবশ্য করণীয় কার্য্যার্থে উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ব্যতিরেকেও উপযুক্ত বস্তু বিক্রয়াদি করিলে সিদ্ধি হয়। আর উহাদিগের মরণানন্তর উক্ত ধনে পূর্ব্বস্বামীর উত্তরাধিকারীদিগের অধিকার হয়।

৮। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতে যদি কন্যা পিতৃধনাধিকারিণী হইয়া বিবাহের পর পুত্র রাখিয়া মরে, তবে তৎসংক্রান্ত পিতৃধনে তাহার পুত্রেরই অধিকার হয়, পূর্ব্বস্বামীর অন্য উত্তরাধিকারীরা সে ধন প্রাপ্ত হয় না।

৯। পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা দুহিতারা পিতৃধনাধিকারিণী হইয়া পুত্র রাখিয়া মরিলেও তৎকালে উক্ত প্রকার যে কন্যা থাকিবেক, সেই ধন পাইবেক। দুহিতাদের অভাবে সকল দৌহিত্রেরা উক্ত মাতামহ-ধন সমানাংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক২ অংশ পাইবেক, তাহাদের মাতৃ অনুসারে বিভাগ হয় না। অর্থাৎ এক দুহিতার এক পুত্র, অপর দুহিতার দুই পুত্র ও অন্য দুহিতার তিন পুত্র, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ দৌহিত্র এমন স্থলে মাতৃ অনুসারে মাতামহ-ধন দুই ভাগ করিয়া পরে স্ব২ মাতৃযোগ্যাংশ বিভাগ করিবেক না। ঐ পাঁচ দৌহিত্রই তুল্যরূপে মাতামহ-ধনে অধিকারী হয়। ভ্রাতার পুত্রাদির অধিকার স্থলেও এই বিধি অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ সংখ্যানুসারে পিতৃব্যাদি ধন বিভাগ হয়, পিত্রনুসারে নহে।

১০। যদি সহোদরদিগের মধ্যে কেহ সংসৃষ্ট কেহবা অসংসৃষ্ট থাকে তবে প্রথমে সংসৃষ্ট* সহোদরের অধিকার তদভাবে অসংসৃষ্ট সোদরের।

* পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্য ইহারা পরস্পর বিভক্ত হইয়া সদ্ভাববশতঃ পুত্র

১১। বৈমাত্রেয়দিগের মধ্যেও কেহ সংসৃষ্ট কেহ অসংসৃষ্ট থাকিলে প্রথমে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় তদভাবে অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় পাইবেক।

১২। যদি বৈমাত্রেয় সংসৃষ্ট, ও সহোদর অসংসৃষ্ট থাকে তবে উভয়েরই তুল্যাধিকার হয়।

১৩। ধনীর অবিভক্ত স্থাবর বিষয়ে বিভক্ত বা অবিভক্ত সংসৃষ্ট অথবা অসংসৃষ্ট সহোদর ও বৈমাত্রেয় উভয়েরই তুল্যাধিকার হয়।

১৪। ভ্রাতৃপুত্রদিগের মধ্যে কেহ সোদর ভ্রাতৃপুত্র কেহ বৈমাত্রেয় পুত্র থাকিলে অগ্রে সোদর ভ্রাতৃপুত্র পায়, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হয়।

১৫। যদি সোদর ভ্রাতৃপুত্র অসংসৃষ্ট, ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট হয়, তবে উভয়েরই তুল্যাধিকাধ হয়।

১৬। সোদর পুত্রদিগের মধ্যে যদি কেহ সংসৃষ্ট কেহ বা অসংসৃষ্ট হয়, তবে অগ্রে সংসৃষ্টের অধিকার তদভাবে অসংসৃষ্ট অধিকারী।

১৭। পিতৃব্যদিগের মধ্যে কেহ সংসৃষ্ট কেহ অসংসৃষ্ট থাকিলে প্রথমে সংসৃষ্টের অধিকার তদভাবে অসংসৃষ্ট অধিকারী।

১৮। পিতৃ-দৌহিত্র, পিতামহদৌহিত্র, প্রপিতামহ দৌহিত্রাদির অধিকার স্থলে সোদর বৈমাত্রেয় কৃত বিশেষ বিবেচনা নাই উভয়েরই তুল্যাধিকার।

ভ্রাতা ও পিতৃব্যাদির সহিত পুনরায় বিভক্ত ধন মিশ্রিত করিয়া এক মতাবলম্বী হইয়া বাস করিলে তাহাদিগকে সংসৃষ্ট কহে।

১৭। প্রপিতামহীর অধিকার দায়ভাগ-সম্মত নহে কিন্তু তত্ত্বীকা ও দায়ক্রম সংগ্রহের মতসিদ্ধ।

পুংধনাধিকারি ক্রম।

পুত্র *	১৪ পিতামহ
পৌত্র	১৫ পিতামহী
প্রপৌত্র	১৬ পিতৃ সোদর ভ্রাতা
পত্নী	১৭ পিতৃ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
কুমারী	১৮ পিতৃ সোদর পুত্র
পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা	১৯ পিতৃ বৈমাত্রেয় পুত্র
দুহিতা	২০ পিতৃ সোদর পৌত্র
দৌহিত্র	২১ পিতৃ বৈমাত্রেয় পৌত্র
পিতা	২২ পিতৃ ভগিনী পুত্র ‡
মাতা	২৩ প্রপিতামহ
ভ্রাতা	২৪ প্রপিতামহী
ভ্রাতৃপুত্র	২৫ পিতামহ সহোদর
ভ্রাতৃপৌত্র	২৬ পিতামহ বৈমাত্রেয়
পিতৃদৌহিত্র †	২৭ পিতামহ সোদর পুত্র

যে পৌত্রের পিতা নাই এবং যে প্রপৌত্রের পিতা ও পিতামহ নাই তাহারাও মহ ও প্রপিতামহ-ধনে পিতৃব্য ও পিতামহ ভ্রাতার সহিত তুল্যাধিকারী

পিতৃ দৌহিত্রের পর ভ্রাতৃ দৌহিত্রের অধিকার হয়। দাং ক্রং সং।

পিতৃ ভগিনীপুত্রের পর পিতৃব্যদৌহিত্র অধিকারী। দাং ক্রং সং।

২৮ পিতামহ বৈমাত্রেয় পুত্র
২৯ পিতামহ সোদর পৌত্র
৩০ পিতামহ বৈমাত্রেয়-
পৌত্র
৩১ পিতামহ ভগিনী পুত্র *
৩২ মাতামহ
৩৩ মাতুল
৩৪ মাতুলপুত্র
৩৫ মাতুলপৌত্র †
৩৬ বৃদ্ধপ্রপৌত্র
৩৭ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র
৩৮ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র
৩৯ বৃদ্ধ প্রপিতামহ
৪০ প্রপিতামহ সোদর ভ্রাতা
৪১ প্রপিতামহ বৈমাত্রেয়
৪২ প্রপিতামহ সোদর পুত্র
৪৩ প্রপিতামহবৈমাত্রেয়-
পুত্র
৪৪ প্রপিতামহ সোদর পৌত্র
৪৫ প্রপিতামহ বৈমাত্রেয় পৌত্র
৪৬ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
৪৭ বৃদ্ধপ্রপিতামহ সোদর
৪৮ বৃদ্ধপ্রপিতামহ বৈমাত্রেয়
৪৯ বৃদ্ধপ্রপিতামহ সোদর পুত্র
৫০ বৃদ্ধপ্রপিতামহ বৈমাত্রেয়-
পুত্র
৫১ বৃদ্ধপ্রপিতামহসোদর-
পৌত্র
৫২ বৃদ্ধপ্রপিতামহ বৈমাত্রেয়-
পৌত্র
৫৩ অত্যতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ
৫৪ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সোদর
৫৫ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-
বৈমাত্রেয়
৫৬ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ সোদর-
পুত্র

* পিতামহভগিনীপুত্রের পর পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার। দাং ক্রং সং।

† মাতুল পৌত্রের পর মাতামহ দৌহিত্র, প্রমাতামহ, প্রমাতামহ পুত্র, প্রমাতামহ পৌত্র, প্রমাতামহ প্রপৌত্র, প্রমাতামহ দৌহিত্র, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ পুত্র, বৃদ্ধ প্রমাতামহ পৌত্র, বৃদ্ধ প্রমাতামহ প্রপৌত্র, বৃদ্ধ প্রমাতামহ দৌহিত্র যথাক্রমে অধিকারী হয়। দাং ক্রং সং।

৫৭ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-
বৈমাত্রেয় পুত্র
৫৮ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ-
সোদর পৌত্র
৫৯ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ-
বৈমাত্রেয় পৌত্র
৬০ ভ্রাতার প্রপৌত্র
৬১ ভ্রাতার বৃদ্ধ প্রপৌত্র
৬২ ভ্রাতার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র
৬৩ পিতৃব্য প্রপৌত্র
৬৪ পিতৃব্যবৃদ্ধ প্রপৌত্র
৬৫ পিতৃব্যাতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র
৬৬ পিতামহ ভ্রাতৃ প্রপৌত্র
৬৭ পিতামহ ভ্রাতৃ বৃদ্ধ প্রপৌত্র
৬৮ পিতামহ ভ্রাতৃ অতিবৃদ্ধ-
প্রপৌত্র
৬৯ বৃদ্ধপ্রপিতামহ প্রপৌত্র
ত্র
৭০ বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রপৌত্র
পৌত্র
৭১ বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রপৌত্র
প্রপৌত্র
৭২ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
প্রপৌত্র পুত্র
৭৩ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
প্রপৌত্র পৌত্র
৭৪ অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
প্রপৌত্র প্রপৌত্র
৭৫ অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
প্রপৌত্র পুত্র
৭৬ অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
প্রপৌত্র পৌত্র
৭৭ অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ
প্রপৌত্র প্রপৌত্র
৭৮ সমানোদক (জন্ম নাম
স্মরণ পর্য্যন্ত আসন্নতর
স্ববংশজাত)
৭৯ আচার্য্য
৮০ শিষ্য
৮১ সহাধ্যায়ী
৮২ এক গ্রামস্থ সগোত্র
৮৩ এক গ্রামস্থ সমান প্রবর
৮৪ ব্রাহ্মণ
৮৫ রাজা *

* ব্রাহ্মণের ধনে রাজার অধিকার হয় না।

বানপ্রস্থ ধনে তদীয় ধর্ম্ম ভ্রাতা অধিকারী
যতি ধনে সুশিষ্য অধিকারী
যাবজ্জীব ব্রহ্মচারী ধনে আচার্য্য অধিকারী
উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী ধনে তাহার পিত্রাদি অধিকারী।

স্ত্রীধন।

১। স্ত্রীলোকেরা যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে স্থাবর বা অস্থাবর যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তৎসমুদায়ই স্ত্রীধন। স্ত্রীধনে স্ত্রীদিগের যথেষ্ট দানবিক্রয়াদির ক্ষমতা আছে, কেবল পতিদত্ত স্থাবরে দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নাই।

২। স্ত্রী পতিসত্বে পিতা মাতা ও স্বামীরকুল ভিন্ন উদাসীন ব্যক্তির নিকট হইতে কিম্বা শিল্পকর্ম্মাদি দ্বারা যাহা লাভ করে, তাহাতে স্বামীর স্বাতন্ত্র্য থাকে অর্থাৎ স্বামী বিনা আপদেও উক্ত দ্বিবিধ ধন স্বেচ্ছামতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্ত্রীর পরলোকান্তে উক্ত ধন অযৌতক স্ত্রীধনাধিকারীরা অধিকার করিবেক। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন উক্ত ধনে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই বলিয়া স্ত্রীধন নহে, সুতরাং উহাতে স্ত্রীধনাধিকারীদের অধিকার নাই, স্বামীর উত্তরাধিকারীরাই উহা গ্রহণ করিবেক।

৩। বিবাহকালে স্ত্রী যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে যৌতক কহে।

৪। বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে পিতা মাতার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে পিতৃদত্ত কহে।

৫। বিবাহান্তর পিতা মাতা তাহাঁর কুল এবং স্বামী ও তাহার কুল হইতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে অন্বাধেয় কহে।

৬। শিল্পাদি কর্ম্মকারী স্বামীর প্রেরণার্থ পারিতোষিক স্বরূপ অন্যের নিকট হইতে যাহা পায় অথবা ভর্ত্তৃগৃহে যাইবার নিমিত্ত প্রলোভনস্বরূপ যাহা পায় তাহাকে শুল্ক কহে।

৭। উক্ত ধন ভিন্ন সমুদায় ধন ও পুত্রের নিকট যাহা প্রাপ্ত হয় তৎসমুদায় অযৌতক।

৮। পুত্রসত্ত্বে মৃত পিতৃক পৌত্রের স্ত্রীধনে অধিকার হয় না, ধনিনীর গৃহীত দত্তকপুত্র ঔরস-পুত্রের তৃতীয়াংশ পায়।

৯। কন্যা সত্ত্বে দত্তকপুত্র স্ত্রীধনাধিকারী হয় না। কোন কোন পণ্ডিতেরা কহেন যে যে বিষয়ে কন্যার সহিত পুত্রের তুল্যাধিকার, তাহাতেই দত্তক তৃতীয়াংশ পায়।

১০। কন্যা কিম্বা বাগ্‌দত্তা মাতৃধনাধিকারিণী হইয়া বিবাহানন্তর যদি পুত্র রাখিয়া মরে, তবে তৎসংক্রান্ত ধনে তাহার পুত্রেরাই অধিকারী হয়, পুত্র না রাখিয়া মরিলে পূর্ব্ব-স্বামিনীর উত্তরাধিকারীরা তাহা প্রাপ্ত হয়।

১১। পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রা বন্ধ্যা ও বিধবা দুহিতারা মাতৃধনাধিকারিণী হইয়া ঐ ধন যথেষ্ট বিনিযোগ করিতে পাইবেন না এবং তাঁহাদিগের মরণান্তে পূর্ব্বস্বামিনীর উত্তরা-ধিকারীরাই তাহা পাইবেন। মাতার অধিকারেও এইরূপ। বিবাদভঙ্গার্ণব মতে দুহিতার সংক্রান্ত মাতৃ স্ত্রীধনে দুহিতার স্বেচ্ছাক্রমে দানবিক্রয়াদির ক্ষমতা এবং তাহার মরণানন্তর ঐ

ধন দুহিতার উত্তরাধিকারীরাই পাইবেক। কিন্তু ইহা দায়-ক্রম সংগ্রহের মত বিরুদ্ধ।

১২। দায়ভাগের মতে দৌহিত্রের পূর্ব্বে সপত্নী পুত্রের অধিকার কিন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য গ্রন্থকারের সম্মত নহে।

১৩। দৌহিত্রেরা প্রত্যেকে মাতামহী ধনে তুল্যাংশী হয়। যদি দুহিতার গৃহীত দত্তক পুত্র থাকে তবে সে অন্য দৌহিত্র সত্ত্বে তৃতীয়াংশ পায়।

১৪। দায়রহস্যের মতে দেবরের পরে পতির বৈমাত্রেয় অধিকারী ও সপত্নী পুত্রের অভাবে সপত্নী কন্যার অধিকার হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও দায়রহস্যমতে সপত্নী পুত্রাভাবে পুত্রদৌহিত্র এবং পৌত্রদৌহিত্রাদির অধিকার হয়।

কন্যাধনের বিশেষ।

সোদর	১
মাতা	২
পিতা	৩

১। ইহাদিগের অভাবে পিতৃ সপিণ্ডের উত্তরোত্তর ক্রমে অধিকার হয়। বাগ্‌দত্তার ধনেও এইরূপ কিন্তু বরদত্ত ধনে বরেরই অধিকার।

২। সহোদর ও মাতৃ গৃহীত দত্তক ভ্রাতার সমবায়ে সহোদর দুই অংশ পায় দত্তক ভ্রাতা এক অংশ।

স্ত্রীধনাধিকারক্রম।

যৌতক	পিতৃদত্ত মাত্র	অযৌতক
১ কুমারী	১ কুমারী	১ পুত্র, কুমারী
২ বাগ্‌দত্তা	২ পুত্র	২ পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রা,
৩ পুত্রবতী, সম্ভাবিত-পুত্রা,	৩ পুত্রবতী সম্ভাবিত-পুত্রা *	৩ পৌত্র †
৪ বন্ধ্যা, বিধবা দুহিতা,	৪ পৌত্র	৪ প্রপৌত্র
৫ পুত্র	৫ দৌহিত্র	৫ সপত্নী পুত্র
৬ দৌহিত্র	৬ প্রপৌত্র	৬ দৌহিত্র
৭ পৌত্র	৮ সপত্নী পুত্র	৭ সপত্নী পৌত্র
৮ প্রপৌত্র	৮ সপত্নী পৌত্র	৮ সপত্নী প্রপৌত্র
৯ সপত্নী পুত্র	৯ সপত্নী প্রপৌত্র	৯ বন্ধ্যা, বিধবা-দুহিতা
১০ সপত্নী পৌত্র	১০ বন্ধ্যা, বিধবা-দুহিতা	
১১ সপত্নী প্রপৌত্র		

অন্বাধেয় শুল্ক ও বিবাহের পূর্ব্বে মাতৃ পিতৃ দত্ত ধনে উক্ত অধিকারীদের অভাবে—

১ সহোদর	৩ পিতা
২ মাতা	৪ ভর্ত্তা

* পুত্রবতী সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতার পর বন্ধ্যা বিধবার অধিকার হয়। দাং ক্রং সং।

† পৌত্রের পর দৌহিত্রের অধিকার হয়। দাং ক্রং সং।

অন্বাধেয়াদি ভিন্ন সামান্য স্ত্রী ধন মাত্রে উক্ত অধিকারী-দের অভাবে—

১ ভর্ত্তা ২ ভ্রাতা ৩ মাতা ৪ পিতা	ব্রাহ্মাদি বিবাহে	১ মাতা ২ পিতা ৩ ভ্রাতা ৪ ভর্ত্তা	আসুরাদি বিবাহে

৫ দেবর *	১৩ সপিণ্ড
৬ দেবরপুত্র ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্র।	১৪ সকুল্য
৭ জামাতা	১৫ সমানোদক
৮ ভাগিনেয়	সমান গোত্র
৯ ভর্ত্তৃ ভাগিনেয়।	সমান প্রবর
১০ ভ্রাতৃ পুত্র	১৬ স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণ †
১১ শ্বশুর	১৬ রাজা ‡
১২ ভ্রাতৃ শ্বশুর	

গর্ভস্থ বিভাগ।

অব্যবহিত উত্তরাধিকারী যদি বিভাগ বা ধনির মরণকালে গর্ভস্থ হয় তবে যাবৎ প্রসব প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। যদি

* সমুদায় স্ত্রীধনে উক্ত ভর্ত্তা বা পিতা পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারীদের অভাবে দেবরাদির যথাক্রমে অধিকার হয়।

† ব্রাহ্মণী ধনে এই বিধি।

‡ ক্ষত্রাদি স্ত্রী ধনে রাজারই অধিকার ব্রাহ্মণের নহে।

অধিকারী উৎপন্ন হয় তবে তাহার সহিত মিলিয়া বিভাগ কিম্বা তদীয় অংশ মধ্যস্থের নিকট স্থাপিত করিবেক। যদি গর্ভস্থাবস্থায় বিভাগ করে, তবে গর্ভস্থের ভাগ মধ্যস্থের নিকট অর্পণ করিয়া রাখিবেক। পরে উত্তরাধিকারী উৎপন্ন হইলে সে সেই অংশ পাইবেক নচেৎ অন্য অংশীরা সেই ধন পুনরায় বিভাগ করিয়া লইবেক।